দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ: 19 JUN 2017
পৃষ্ঠা: ২ ... কলাম: ১

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং............
তারিখ............
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি. এল. পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি. এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর

আইসিটিতে ২ লাখ ১০ হাজার দক্ষ জনবল তৈরিতে ইয়াং বাংলা

সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মাধ্যমে, আইসিটি বিভাগের জন্য ২ লাখ ১০ হাজার দক্ষ জনবল তৈরিতে কাজ করছে ইয়াং বাংলা। এখন পর্যন্ত দেশের ৫৮টি জেলায় ১৮৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সফলতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে ইয়াং বাংলা। সিআরআইয়ের সহকারী সমন্বয়ক তন্ময় আহমেদ জানান, ৬৪ জেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ২০০১টি শেখ রাসেল কম্পিউটার ল্যাবের মাধ্যমে ইয়াং বাংলা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের এই কার্যক্রম। এখন পর্যন্ত ৫৮ জেলায় ১৮৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ল্যাবের ১৮৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ইয়াং বাংলার ২ জন করে মোট ৩ হাজার ৭০০ স্বেচ্ছাসেবককে প্রদান করা হয়েছে এই প্রশিক্ষণ। ২০১৬ সালের অক্টোবরে ইয়াং বাংলার পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সিআরআই ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে হওয়া এক চুক্তির আওতায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮ সালের মধ্যে এই প্রশিক্ষণ শেষ করার কথা থাকলেই বিগত ৮ মাসেই শেষ করা হয়েছে প্রকল্পের ৯২ ভাগ কার্যক্রম।

এই কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাইক্রোসফট বাংলাদেশ। শেখ রাসেল ল্যাবগুলো এরমধ্যে ২৯২টি প্রতিষ্ঠানে

প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সেই সঙ্গে স্কুলগুলোতে প্রদান করা হচ্ছে ওয়াই-ফাই সেবা।

ইয়াং বাংলা ও মাইক্রোসফটের দেওয়া এই প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে নারায়ণগঞ্জ বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেন, 'আমার স্কুলে মোট শিক্ষার্থী ১১০০ জনের বেশি। তাদের সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু ইয়াং বাংলা ও মাইক্রোসফটের এই উদ্যোগের ফলে প্রায় সকল শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় আইসিটি ট্রেনিংয়ের আওতায় আনা অনেক সহজ হবে। পাশাপাশি আগে শুধু ল্যাবে ওয়াই-ফাই ছিল। বর্তমানে সারা স্কুলে এই ওয়াই-ফাই সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে তথ্য সংগ্রহে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

ইয়াং বাংলার এই কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'আমাদের ভিশন-২০২১ অনুসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল আইসিটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি। সেই লক্ষ্য পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এবং তার তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শক্রমে আমরা ২০০১টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমি আশা করি ইয়াং বাংলার এই প্রশিক্ষণ আমাদের লক্ষ্যপূরণে আরও সহয়তা করবে। আমরা আরও দ্রুত আইসিটি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরি করতে পারব।'

ইয়াং বাংলার পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সিআরআই ও আইসিটি মন্ত্রণালয় স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রত্যেক ল্যাবে দুইজন সমন্বয়ক ও ১০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।